যায়যায়দিন

তারিখ 15 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২

মাউশির দুর্নীতি তদন্তে উচ্চক্ষমতার কমিটি

দুই হাজার কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ

যায়দি রিপোর্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) প্রায় ২ হাজার কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তদন্ত চলাকালে উক্ত নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখারও জন্য মাউশিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে এক জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ বৈঠকে মাউশির মহাপরিচালকও উপস্থিত ছিলেন। তদন্ত কমিটির প্রধান করা হয়েছে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল খান চৌধুরী। কমিটির অপর দুজন সদস্য হচ্ছে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উইংয়ের যুগ্ম সচিব এস এম মাহবুব এবং উপ-সচিব শফিকুল ইসলাম।

এদিকে প্রায় ২ হাজার কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা ভবনে রমরমা বাণিজ্য চলছিল। জানা গেছে মাউশির নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী চক্রটি নিয়োগ প্রত্যাশী প্রত্যেকের কাছ থেকে ২ থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, এ বাণিজ্যের সঙ্গে খোদ মাউশির নিয়োগ কমিটি, শিক্ষা ভবনের একটি সিন্ডিকেট, বিসিএস শিক্ষা সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তাও জড়িত। তবে সমিতির নেতারা সংবাদ সম্মেলন করে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, এ প্রথমবারের মতো ১,হাজার ৯৬৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারী নিয়োগ দিতে যাচ্ছে মাউশি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই এ নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং এটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর আবেদন করেছে ১ লাখ ৭৬ হাজার জন প্রার্থী। নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপিত পদসমূহ হচ্ছে, প্রদর্শক (পদার্থ) ৯১ জন, প্রদর্শক (রসায়ন) ৯৫ জন, প্রদর্শক (প্রাণিবিদ্যা) ৩৬ জন, প্রদর্শক (উদ্ভিদবিদ্যা) ৪৬ জন, প্রদর্শক (ভূগোল) ১০ জন, প্রদর্শক (মৃত্তিকাবিজ্ঞান) ২ জন, প্রদর্শক (সঙ্গীত) ১ জন, প্রদর্শক (গার্হস্থ্য) ৩ জন, শরীরচর্চার শিক্ষক ৭৬ জন, গবেষণা সহকারী ১ জন, সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম-ক্যাটালগার ৬৪ জন, স্টেনোগ্রাফার-কাম কম্পিউটার অপারেটর ২ জন, স্টেনো টাইপিস্ট কাম-কম্পিউটার অপারেটর ৪ জন, উচ্চমান সহকারী ৭১ জন, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১৮১ জন, স্টোর কিপার/ক্যাশিয়ার ১০ জন, হিসাব সহকারী ৪৩ জন, ক্যাশিয়ার ৩৯ জন, স্টোরকিপার ৩৩ জন, মেকানিক-কাম ইলেকট্রিশিয়ান ৩১ জন, কুক বাবুর্চি ২৯ জন, এমএলএসএস ৯১৮ জন, সুইপার ৮৯ জন।

গত ১৪ জুন সারাদেশের ৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে উচ্চমান সহকারী পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২১ জুন অন্যান্য পদের জন্য সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চলতি মাসেই মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার কথা রয়েছে।

মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক আতাউর রহমানকে আহ্বায়ক এবং উপ-পরিচালক (প্রশাসন) শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকীকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পিএসসির একজন করে কর্মকর্তা। মাউশির অপর একটি সূত্র জানায়, নিয়োগ কমিটির বাইরে মাউশির কয়েকজন কর্মকর্তাকে নিয়ে আরেকটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই উপ-কমিটি তালিকা তৈরি করছে কারা নিয়োগ পাবে।